ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আমি বাঙালি আর মারাঠির মিশ্রণ: কাজল

পৃঃ ৫

মেসির দেওয়া উপহার কেন বিক্রি করলেন নেইমার?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮১ ● কলকাতা ● ১৬ আষাঢ়, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০২ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

১১ ঘন্টা জেরার পর বেরিয়ে

সায়নী বললেন, সহযোগিতা করেছি ১০০ শতাংশ, ফের ডাকা হল আগামী বুধবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১১ ঘণ্টা পর সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতর থেকে বেরোলেন যুব তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ। সাংবাদিকদের সামনে তিনি জানালেন, তদন্তে একশো শতাংশ সহযোগিতা করেছেন। আগামিদিনে তদন্তকারী সংস্থা আবার তাঁকে তলব করলে তিনি আসবেন বলেও জানিয়েছেন। তদন্তের প্রয়োজনে ১১ কেন, ২৪ ঘণ্টা তিনি ইডি দফতরে থাকতে প্রস্তুত বলে জানান সায়নী।ইডি সূত্রে খবর, ৫ জুলাই তাঁকে ফের তলব করা হয়েছে।

সায়নীর ফ্ল্যাট কেনা লোনে! ষাট লক্ষ টাকা লোন নেন সায়নী! রাজ্য যুব তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষকে এগারো ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদে চঞ্চল্যকর তথ্য ইডির হাতে।ইডির কাছে সায়নী জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর দাবি, সায়নি ইডি কাছে দাবি, ২ টি ফ্ল্যাট ও একটি গাড়ি রয়েছে। একটি ফ্ল্যাট সায়নীর নামে ও অপর ফ্ল্যাট মা বাবার নামে রয়েছে ।সায়নী একাধিক ফ্ল্যাট বিপুল সম্পত্তির আয়ের উতস কী? কোথা থেকে এল এতো নগদ টাকা? ব্যাঙ্কেক স্টেটমেন্ট ও আয়কর রিটার্নয়ের মধ্যে পার্থক্য কত খানি? এই

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যপাল মৃত বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বাড়িতে যান

হরিপদ রায়, কোচবিহার : নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস শনিবার দিনহাটা সফরে এলেন। তিনি খুন হওয়া দুই বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে গেলেন এবং পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে যান এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তৃণমূল নেতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া তাপস দাসের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। যদিও রাজ্যপালের এই সফরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস কোচবিহার সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে দিনহাটার শিমুলতলা এলাকায় মৃত বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার বাড়িতে যান। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে মৃত প্রশান্তর মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। রাজ্যপাল তাকে আশ্বস্ত করেন। মাসখানিক আগে দিনহাটার শিমুলতলা এলাকার বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বসুনিয়া দিনদুপুরে নিজের বাড়িতে খুন হয়।

প্রশান্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজ্যপাল দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের টিয়াদহ গ্রামে খুন হওয়া বিজেপি কর্মী শম্ভু দাসের বাড়িতে যান। সেখানে তিনি শম্ভু দাসের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের আশ্বস্ত করেন। শম্ভুর বৌদি এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি প্রার্থী। শম্ভু তার বৌদির মনোনয়নপত্রের প্রস্তাবক ছিলেন শম্ভু। রাতে বাড়ির পাশে পাট ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে জেলার রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছিল।

রাজ্যপাল সেখান থেকে বেরিয়ে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে আসেন। সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তৃণমূল নেতা দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাসের স্ত্রী অনিতা দাস। তার সঙ্গে কথা বলেন

এরপর ৩ পাতায়

ভোটে বুথে থাকবে না বাহিনী?

কমিশনের সিদ্ধান্ত ঘিরে ধোঁয়াশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই করাতে হবে পঞ্চায়েত ভোট। সুপ্রিম নির্দেশ। সেই নির্দেশের পর কেন্দ্রের কাছে বাহিনী চায় কমিশন। তারপর বাহিনীও এসে পৌঁছেছে রাজ্যে। কিন্তু বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে কি থাকবে না, সেই নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কমিশন। বরং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য ঘিরে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। প্রসঙ্গত, কমিশন বলেছিল, পঞ্চায়েত ভোটে কোন জেলায় কত সিআরপিএফ, কত বিএসএফ ও কত সিআইএসএফ তা ঠিক করুক কেন্দ্র। কারণ, কোন বাহিনী কোথায় যাবে তা বলার কথা নয় কমিশনের। সেটা ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কমিশন শুধুমাত্র জানিয়ে দেবে কোথায় কত বাহিনী পাঠাতে হবে। এরপরই কমিশনকে চিঠি লিখে বাহিনী মোতায়েনের বিন্যাস পাঠায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। উল্লেখ্য, কমিশন সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারের জন্য ৬ কোম্পানি, বাঁকুড়ায় ২৪ কোম্পানি, বীরভূমে ১৯ কোম্পানি, কোচবিহারে ১৪ কোম্পানি, কোচবিহারের ১৪ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৬ কোম্পানি, দার্জিলিংয়ে ৫ কোম্পানি, হুগলি ১২ কোম্পানি, হাওড়ায় ১০ কোম্পানি বাহিনী চাওয়া হয়েছিল।

তুঙ্গে বিতর্ক। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজিবা সিনহার বক্তব্য, এখন যে বাহিনী এসেছে, তা বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য। ভোটের দিনের জন্য নয়। ভোটের দিন কী করা

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

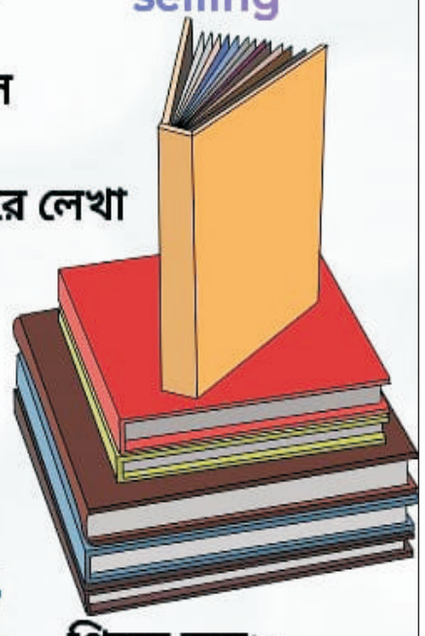

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

সংসদের এই বাদল অধিবেশন

ঐতিহাসিক হতে চলেছে

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হবে আগামী ২০ জুলাই। এবং চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। এই অধিবেশনেই পেশ হতে পারে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইন । এমনটাই দাবি সূত্রের।কেন্দ্র সরকারি সূত্রের খবর, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে। সেটা পেশ করা হতে পারে ৫ আগস্ট। আসলে এই ৫ আগস্ট মোদি সরকারের জন্য ঐতিহাসিক। এই ৫ আগস্টই সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল হয়েছিল। আবার এই ৫ আগস্টই রাম মন্দিরের ভূমি পূজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই দুটিই ছিল বিজেপির অন্যতম বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এবার তৃতীয় বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিটিও ৫ আগস্টই পূরণ করার চেষ্টা করতে পারে মোদি সরকার।সংসদের এই বাদল অধিবেশন ঐতিহাসিক হতে চলেছে।কারণ এবারই নতুন সংসদ ভবনে প্রথমবার অধিবেশন বসবে। যদিও সংসদ সূত্রের খবর, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেলেও নতুন সংসদ ভবনের ভিতরের কোনও কোনও কাজ এখনও বাকি। জোরকদমে সেটা শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না করা যায়, তাহলে পুরনো সংসদে অধিবেশন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে নতুন ভবনে অধিবেশন করার মরিয়া চেষ্টা করছে সরকার।

বাদল অধিবেশন রাজনৈতিকভাবেও বেশ তাতপর্যপূর্ণ। কারণ দ্বিতীয় মোদি সরকার এর পর আর মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পাবে। সেটি হল শীতকালীন অধিবেশন। তাই সরকার যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা অন্য কোনও বিতর্কিত বিল পেশ করতে চায়, সেটার জন্য এটাই সেরা সময়। সংসদের এই অধিবেশনেই আবার দিল্লির বিতর্কিত অর্ডিন্যান্স পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা নিয়েও বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। তবে মূল ফোকাস রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইনেই।

পার্থের আংটি নিয়ে বাড়ছে জটিলতা,

প্রেসিডেন্সি জেলসুপারের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপারের বিরুদ্ধে এবার এফআইআর করতে চলেছে কারা দফতর। হেস্টিংস থানায় অভিযোগ করলেও এবার তা এফআইআর করার দিকে এগোচ্ছে। হেস্টিংস থানাকে প্রতি পনেরো দিন অন্তর এবার মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জানাতে হবে, নির্দেশ ইডির বিশেষ আদালতের।প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে বন্দী থাকা কালীন আঙুলে আংটি পরেছিলেন। সেই নিয়ে আপত্তি জানায় ইডি। প্রশ্ন ওঠে জেল জেল বন্দী থাকা কালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায় কি করে আংটি পরেছিলেন? জেল সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই নিয়ে আদালত জেল সুপারকে তলব করে। জেল সুপারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এরপর তাঁকে হেফাজতে নেয় সিবিআই। বর্তমানে তিনি জেল বন্দী। এই অবস্থায় তিনি কি করে আংটি পরেছিলেন? সব নিয়ে আরও বিপাকে জেল কর্তৃপক্ষ।পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে থাকাকালীন কীভাবে আংটি পরেছিলেন? কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে গাফিলতির অভিযোগ জেল সুপারের বিরুদ্ধে। জেল কোড ও কারা আইন অমান্য করা হয়েছে বলে দাবি কারা দফতরের। শনিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শুনানি ছিল ইডির বিশেষ আদালতে। সেখানে ইডির তরফে যে আবেদন দেওয়া হয়েছে, সেই আবেদনের উত্তর দিতে প্রস্তুত নন পার্থর আইনজীবীরা। তাই দু সপ্তাহ সময় চেয়েছেন তাঁরা। আদালত পরবর্তীর শুনানি দিন ধার্য করেছে ১৫ জুলাই।

আগুনে পুড়ে ছাই তৃণমূলের পতাকা,

গুরুতর অভিযোগ কর্মীদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচন যত এগিয়ে এসেছে ততই বেড়েছে অশান্তি। ছোট-ছোট বিষয়কে হাতিয়ার করে এখন বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকে তৃণমূলের পতাকা আগুনে পুড়িয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বেধেছে। অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে। যদিও, ঘটনা অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

এই ঘটনা ঘটার পরই তৃণমূল কর্মীদের সন্দেহ যে বিজেপি এই নোংরা রাজনৈতিক খেলা খেলছে। যদিও সেই দাবি অস্বীকার করে বিজেপি নেতৃত্ব বলেছে এই ধরনের নোংরা রাজনীতি তারা করে না। সবটাই গোষ্ঠী কোন্দলের ফলাফল। এই বিষয়ে অমিয় কর্মকার বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি একটি রাষ্ট্রীয় দল। তাই আমাদের কর্মীদের এমন কোনও মানসিকতা নেই যে তারা অন্য দলের পতাকা পুড়িয়ে দেবে। এটা ওদের কোন্দলের ফলাফল। "ঘটনাস্থল বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের ফুলকুশমা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাও গ্রাম। পঞ্চায়েত ভোটের জন্য সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা টাঙানো ছিল। শনিবার সকালে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব দেখতে পান রাস্তার ধারে টাঙানো বেশ কয়েকটি পতাকা কেউ বা কারা খুলে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, তাতে কেউ বা কারা আগুন ধারিয়ে দিয়েছে।

সন্ত্রাস চালাচ্ছে তৃণমূল',

রাজ্যপালকে নালিশ নিশীথের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচবিহারে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর সঙ্গে সার্কিট হাউজে দেখা করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অন্য বিজেপি নেতৃত্বরাও। শাসকদলের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই রাজ্যপালের দ্বারস্থ বিরোধী নেতৃত্ব। পঞ্চায়েত ভোটের আগে মনোনয়ন পর্ব থেকেই অশান্তি, হিংসা চালানোর অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত ভোটের ঘোষণার পর থেকেই উত্তপ্ত দিনহাটা। ভোটে প্রচারে তখন কোচবিহারে ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। দিনহাটার ভেটাগুড়ি ২ নম্বর অঞ্চলে 'আক্রান্ত' হন তৃণমূল নেতা সুনীল রায় ও দলের কর্মীরা। ব্যবধান ঘণ্টা দেড়েকের। ভেটাগুড়িরই সিঙ্গিজানি এলাকায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী নির্মল বর্মন বাড়ি ও গাড়িতে আবার ভাঙচুর চলে! যেখানে অভিযোগের আঙুল ওঠে বিজেপির দিকে।

পাশাপাশি দিনহাটার-ই গীতলদহ এলাকায় খুন হয়ে গিয়েছেন এক তৃণমূলকর্মী। অভিযোগ, সকালে প্রচারে সেরে যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপ মারে দুষ্কৃতীরা। গুলি চালায়। জখম হন ৮ জন তৃণমূলকর্মী। রাতে আবার গুলিবিদ্ধ হন গীতালদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী ও বিদায়ী প্রধান লাভলি বিবির ভাই।তাঁদের অভিযোগ, কোচবিহার জেলা জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসকদলের হার্মাদরা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। সমগ্র কোচবিহার জুড়েই অশান্তির বাতাবরণ বলে তোপ দাগেন নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর নেতৃত্বে বিজেপির ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল দেখা করেন রাজ্যপালের সঙ্গে। পাশাপাশি, রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানাতে উপস্থিত বিরোধী প্রার্থীরাও।

প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল আগেই বলেছেন, ঘরে চুপ করে বসে থাকবেন না। ভোটের মুখে যেখানেই অশান্তি দেখবেন, ছুটে যাবেন। উল্লেখ্য, ভোটমুখী কোচবিহারে অশান্তি লেগেই আছে। গুলি চলেছে। রক্ত ঝরেছে। প্রাণহানিও ঘটেছে কোচবিহারে। গ্রাউন্ড জিরোর পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আজ দিনহাটাতেও যাবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। যদিও, এক্ষেত্রে বিজেপির দিকেই উঠেছে অভিযোগের আঙুল!

'সংবিধানের বাইরে বেরিয়ে কাজ করছেন',

রাজ্যপালের কর্মকাণ্ডে তিতিবিরক্ত বিধানসভা স্পিকার

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে 'গ্রাউন্ড জিরো' গভর্নর হয়ে উঠেছে সিভি আনন্দ বোস। ক্যানিং থেকে কালিম্পং, সর্বত্র ঘুরে কখনও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন তো কখনও আক্রান্তদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করছেন। আর রাজ্যপালের এহেন কর্মকাণ্ডকে এবার একহাত নিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, এদিন কোচবিহারে পৌঁছেই প্রশাসনকে আক্রমণ করেন রাজ্যপাল। বলে দেন, 'কোচবিহার থেকেও হিংসার উদ্বেগজনক খবর আসছে। আমি আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। রাজভবনকে ভ্রাম্যমান করে তুলব। মানুষ চাইলে রাস্তায় আমায় থামিয়ে কথা বলতে পারবেন। বাংলায় এই ধরনের হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে আবার শিক্ষাক্ষেত্রকে দুর্নীতি মুক্ত করার ডাকও দেন রাজ্যপাল। শুক্রবার কালিম্পং কলেজের ৭৫ বছর উপযাপন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'দেশের মধ্যে প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-উপাচার্য হবে। যেসব উজ্জ্বল-মেধাবি পড়ুয়া স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন এবং গবেষণা করছেন, তাঁরাই আগামীতে উপাচার্য হবেন। দেশে এমন ঘটনা এই প্রথমবার হবে।'

সংবিধানের বাইরে বেরিয়ে কাজ করছেন রাজ্যপাল', দাবি তাঁর।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল। আবার সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের যাবতীয় অভাব অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্য 'কমপ্লেন বুক'ও চালু করেছেন তিনি। রাজ্যপালের এসব কাজেই তিতিবিরক্ত বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি বলেন, 'আগেও অনেক রাজ্যপাল এসেছেন। তাঁরা রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই কাজ করেছেন। কিন্তু রাজ্যপালের এমন রূপ আগে দেখিনি। অনেক বিষয়েই তিনি অতিসক্রিয়।' এরপরই যোগ করেন, 'আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা রাজ্যের কাজ। এটি রাজ্যপালের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। কিন্তু এর মধ্যেও ঢুকে পড়ছেন তিনি। সংবিধানের বাইরে বেরিয়ে অনেক কাজ করছেন। নিজে থেকেই কমপ্লেন বুক খুলছেন। কোনও রাজ্যে এমনটা হতে দেখিনি।'

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

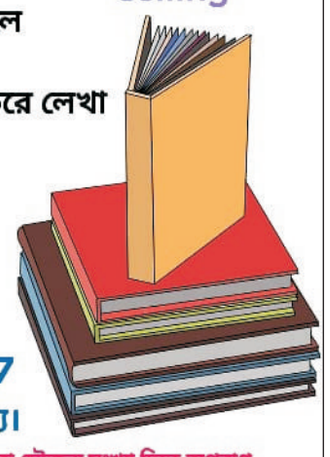

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

ভোটে বুথে থাকবে না বাহিনী? কমিশনের সিদ্ধান্ত ঘিরে ধোঁয়াশা

হবে, বাহিনীর ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে নির্বাচনের ৩ থেকে ৪ দিন আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বলাই বাহুল্য, কমিশনের এই বক্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তবে কি হাইকোর্টের নির্দেশকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখাতে চলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন? বিরোধীদের দাবিকে নস্যাত করতে চলেছে কমিশন?প্রসঙ্গত, কমিশন প্রথমে চায় ২২ কোম্পানি বাহিনী। তারপর ৮০০ কোম্পানি বাহিনী চেয়ে চিঠি পাঠায়। কারণ, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, ২০১৮ সালের চেয়ে বেশি ও পর্যাপ্ত বাহিনী রাখতে হবে। কমিশনের ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র প্রথমে ৩১৫ কোম্পানি বাহিনী পাঠায়। যা নিয়ে তৃণমূল পালটা কটাক্ষ করে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে। তারপর ফের আরও ৪৬৫ কোম্পানি বাহিনী চেয়ে চিঠি দিয়েছে কমিশন। যদিও, এই ৪৬৫ কোম্পানি বাহিনী নিয়ে এখনও কোনও কিছু জানায়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।এখন সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে মুর্শিদাবাদে। কেন্দ্র মোট সিআইএসএফ পাঠিয়েছে ২৫ কোম্পানি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায় ৯ কোম্পানি। তারপর পুরুলিয়ায় ৬ কোম্পানি। বিএসএফ পাঠাচ্ছে ৬০ কোম্পানি। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুর্শিদাবাদে ১২ কোম্পানি। তারপর কোচবিহারে ১০ কোম্পানি। ১১ জেলায় CRPF, ৬ জেলায় CISF, ৯ জেলায় BSF পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কমিশনকে চিঠি দিয়ে সেটাই জানায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সবচেয়ে বেশি ভিন রাজ্যের বাহিনী আসছে উত্তরপ্রদেশ ও আসাম থেকে। দুই রাজ্য থেকেই ১০ কোম্পানি করে রাজ্য সশস্ত্র পুলিস আসছে ভোটের বাংলায়।

১-ম পাতার পর

রাজ্যপাল মৃত বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বাড়িতে যান

এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। তৃণমূল নেতা বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাসকে শুক্রবার গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তার বাড়িতে গিয়ে তল্লাশির নামে বাড়িঘর তছনছ ছাড়াও তার স্ত্রী অনিতা দাসকে মারধর করে বলে অভিযোগ। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বর্তমানে তিনি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । রাজ্যপাল তার সঙ্গে দেখা করেন। এরপর রাজ্যপাল সেখান থেকে বেরিয়ে কোচবিহারে চলে যান।

এদিকে নিহত বিজেপি কর্মীদের বাড়ির পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করলেও মৃত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন না রাজ্যপাল। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের শাসকদল। দিন কয়েক আগে দিনহাটায় এক নম্বর ব্লকের গিতালদহের জারিধরলা এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু হয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বাবুহক।

রাজ্যপালের এই সফরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে রাজ্যপাল কোচবিহারে এসেছেন। কেন রাজ্যপালের এই সক্রিয় ভূমিকা। অথচ যখন সীমান্তে বিএসএফের দ্বারা রাজবংশীর যুবক খুন হয়, তখন রাজ্যপালের ভূমিকা দেখা যায় না। সেই সময় রাজ্যপাল যদি এই সক্রিয়তা দেখাতেন তাহলে রাজ্যপালের নিরপেক্ষতা নিয়ে বাংলার মানুষের কোন প্রশ্ন উঠাতো না।

১-ম পাতার পর

১১ ঘন্টা জেরার পর বেরিয়ে সায়নী বললেন, সহযোগিতা করেছি ১০০ শতাংশ, ফের ডাকা হল আগামী বুধবার

কয়েকবছরে একাধিক ফ্ল্যাট ও গাড়ি কেনার নগদের আয়ের উতস কী? সেই বিষয়ে প্রশ্ন করে ইডি সায়নীকে। উত্তরে ধোঁয়াশা রয়েছে দাবি, গোয়েন্দাদের। কুন্তলের সঙ্গে কীভাবে যোগাসাজস কীভাবে লেনদেন ইডি তরফে জিজ্ঞাসাবাদ সায়নীকে। কুন্তলের নিয়োগ দুর্নীতি টাকায় কি বিপুল সম্পত্তি উত্তর জানতে চাইছে গোয়েন্দারা। সায়নী লোন বা ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, দাবি ইডির কাছে সায়নীর । সায়নীর দুটো ফ্ল্যাট দক্ষিণ কলকাতায়।

একটি ফ্ল্যাটের দাম আশি লক্ষ টাকা। এই ফ্ল্যাটের ষাট লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে সায়নী, দাবি করে ইডির কাছে সায়নী। বাকি টাকা সেভিংসে ছিল। সেই টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনেন। সেভিংসের টাকা নাকি অন্য কোথা থেকে টাকা এসেছিল খতিয়ে দেখছে ইডি। ষাট লক্ষ টাকা লোন নেন বলে দাবি করেন সায়নী ফ্ল্যাট কেনার জন্য। সম্পত্তি ও ফ্ল্যাট কেনার আয়ের উতস কী? সেই বিষয়ে জানতে চায় ইডি। তখন সায়নীর দাবি করেন। আগামী সপ্তাহে বুধবার সায়নীর ফ্ল্যাটের জন্য লোনের কাগজ নথি, কার থেকে কোথা থেকে লোন নিয়েছে, আইটি-সহ আরও বেশ কিছু ফ্ল্যাট কেনার নথি চাওয়া হয়েছে। কার থেকে নিয়েছেন টাকা, লেনদেন সংক্রান্ত নথি চাইল ইডি। সায়নী ঘোষের দুটি ফ্ল্যাটের মধ্যে অপর একটি ফ্ল্যাট তাঁর মায়ের নামে আছে । সেটার দাম ৩৫ লক্ষ টাকা। সেটা ঋণ নিয়ে কেনেনি।সেই ফ্ল্যাটের কেনার নথিও, নগদে কিনলে কোথা থেকে পেলো টাকা সেই নথিও চেয়েছে ইডি। সেখানে সায়নী সশরীরে বা আইনজীবী মারফত নথি পাঠাতে পারেন।সায়নী শুক্রবার ব্যাংকের নথি, আইটি রিটার্ন নথি নিয়ে এসেছিলেন সিজিও দফতরে। কিন্তু আরও কিছু নথির প্রয়োজন। সায়নীর বিপুল সম্পত্তি বেশিরভাগই নগদে লেনদেন বা কেনা , বলে ইডি সূত্রে খবর। ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ও আয়কর রিটার্ন নিয়ে সন্দিহান গোয়েন্দারা। শুক্রবার সকাল ১১টা ২১ মিনিটে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হয়েছিলেন সায়নী। যদিও ইডি সূত্রে খবর ছিল অভিনেত্রীকে সল্টলেকে ইডির সদর দফতরে আসতে বলা হয়েছিল সকাল ১১টার সময়। তবে সায়নী যে সেখানে আসবেনই, সে ব্যাপারে তিনি এসে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। সায়নীকে ইডির নোটিস পাঠানো হয়েছিল মঙ্গলবার। তার পর থেকেই 'উধাও' হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মোবাইল নম্বরে ফোন করলে ফোন বেজে গিয়েছে। বাড়িতে গিয়েও খোঁজ পাননি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। বুধবার সকালে সায়নী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তার পর থেকে আর তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। যদিও শুক্রবার সিজিওতে ঢোকার মুখে অভিনেত্রী তথা তৃণমূলের যুব দলের সভানেত্রী জানিয়েছেন, তিনি দলের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। একই সঙ্গে জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থা ইডি তাঁকে ৪৮ ঘণ্টার নোটিসে ডেকে পাঠালেও তিনি এসেছেন এবং তদন্তে সহযোগিতা করবেন।

ফ্রান্সের হিংসা থামাতে চাই যোগী আদিত্যনাথকে!

একমত উত্তরপ্রদেশ সরকারও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চারদিন পরেও ১৭ বছরের কিশোরের মৃত্যুতে জ্বলছে ফ্রান্স। ভারতের 'দাবাং' মুখ্যমন্ত্রীর 'মডেল' অনুসরণ করলে এই হিংসা থামানো সম্ভব। নেটদুনিয়ার এমনই দাবি। বলা বাহুল্য, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিয়েই এমন প্রচার চলছে সমাজমাধ্যমে।যে প্রচারেই সায় দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরও! শনিবার যোগী আদিত্যনাথ অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'যখনই চরমপন্থা দাঙ্গায় ইন্ধন দেয়, সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা, বিশ্বের যে কোনও অংশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়, তখনই 'যোগী মডেলের' শরণাপন্ন হয় গোটা বিশ্ব। উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাজজি যা তৈরি করেছেন।'সাম্প্রতিককালে দাঙ্গা থামাতে 'বুলডোজার' টোটকা দেখা গিয়েছে যোগী রাজ্যে। এছাড়াও কুখ্যাত অপরাধীদের শায়েস্তা করতে একের পর এক এনকাউন্টার চালিয়েছে পুলিশ। সে কথাই মনে করাচ্ছে উত্তপ্ত ফ্রান্স এবং যোগীকে নিয়ে নেটমাধ্যমের সাম্প্রতিক প্রচার। শনিবার এই বিষয়ে সায় দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরও!

পুলিশের গুলিতে কিশোরের মৃত্যুর প্রতিবাদে টানা চারদিন অগ্নিগর্ভ ফ্রান্স। ৪৯২টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত, ২০০০ গাড়ি পুড়িয়েছে বিক্ষোভকারীরা। আশান্তি ছড়িয়েছে রেনোয়াঁ, বোঁদলেয়ারের দেশের ৩৮৮০টি অঞ্চলে। হাজারের উপরে গ্রেপ্তারি চালিয়েছে পুলিশ। এখনও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অন্যদিকে বারবার যোগী প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, গোষ্ঠীহিংসা ঠেকাতে 'বুলডোজার নীতি' নেওয়া হয়েছে। একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপরে এই নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে গ্যাংস্টার রাজনীতিবিদ আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাইকে পুলিশের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়াও গত কয়েক বছরে একাধিক দুষ্কৃতীর মৃত্যু হয়েছে পুলিশের গুলিতে। সেই প্রসঙ্গ তুলেই প্রচার চলছে সমাজমাধ্যমে। বলা হচ্ছে, হিংসা থামাতে ফ্রান্সে পাঠানো হোক যোগী আদিত্যনাথকে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে 'অমৃতকাল:

এক প্রাণবন্ত ভারতের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ১৭তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছেন

নয়াদিল্লি, ০১ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে 'অমৃতকাল: এক প্রাণবন্ত ভারতের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ১৭তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধন করেছেন। শ্রী মোদী সমবায় বিপণনের জন্য ই বাণিজ্য ওয়েবসাইটে-র ই-পোর্টাল-এর সূচনা এবং সমবায় সম্প্রসারণ ও উপদেষ্টা পরিষেবা পোর্টাল চালু করেছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। ভাষণে শ্রী অমিত শাহ জানান, সমবায় আন্দোলন স্বাধীনতার আগেও ছিল। এই আন্দোলনের বয়স প্রায় ১১৫ বছর। স্বাধীনতার পর থেকে সমবায় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রধান দাবি ছিল পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠন। পূর্বে সমবায় ক্ষেত্রে সম্প্রসারণে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তা কাটিয়ে উঠে এখন পৃথক মন্ত্রক গঠন করা সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে সমবায় ক্ষেত্রে পরিবর্তনও এসেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন হল সমবায় ক্ষেত্রে শীর্ষ সংস্থা। সমবায় ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য তারাও একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। দেশে ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো সমবায় আন্দোলন অনেক মাইল ফলক অর্জন করেছে। শ্রী শাহ বলেন, ঋণদান সমবায় সমিতি, সমবায় ব্যাঙ্ক, মৎস্যজীবী সমিতি ইত্যাদির মতো সমবায়ের সাহায্যে সমাজের দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শ্রী শাহ বলেন, ভারতীয় সমবায় ক্ষেত্র এই সমবায় কংগ্রেস থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে রয়েছে। অমৃতকালে আগামী ২৫ বছরে দেশের উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, যুব সম্প্রদায় ও নারীদের সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য কাজ করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্রদের জীবনে মানোন্নয়নে চেষ্টা চালাতে হবে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, এই সমবায় কংগ্রেসের পর সমবায় ক্ষেত্রের বিকাশে পরিকল্পনা করা উচিত। যদিও এ বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে, তবে এখনও কিছু বাকি রয়েছে বলে জানান তিনি। শ্রী শাহ বলেন, সমবায় ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ নিয়ে আসতে হবে, কম্পিউটারের সাহায্যে কাজ চালু করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে সমবায় ক্ষেত্রে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছরে দেশে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে সমবায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্যশস্য সংরক্ষণ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন। শ্রী অমিত শাহ জানান, সারা দেশে সমবায়ের একটি তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, বাকি কাজ খুব দ্রুত শেষ হবে। বর্তমানে দেশে ৮৫ হাজার প্যাকস (পিএসিএস)রয়েছে। আগামী তিন বছরে প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্যাকস গড়ে তোলা হবে যার অর্থ দেশে ৩ লক্ষ প্যাকস তৈরি হবে। এতে সমবায় ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী জেম পোর্টালে সমবায় সমিতিগুলিকে ক্রেতা হিসেবে নাম নথিভুক্তিকরণে অনুমতি দিয়েছে। তিনি বলেন, সমবায়গুলির তথ্য ভান্ডার তৈরির পাশাপাশি একটি সমবায় নীতি তৈরি করতে উদ্যোগী সরকার। সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য আন্তঃমন্ত্রক আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্তমানে দেশে সমবায় ক্ষেত্রে প্রায় ৬৩০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কাজ করছে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমবায় মন্ত্রকে একাধিক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও পরিবর্তন সম্ভব হলে আগামীদিনে সারা দেশে সমবায় আন্দোলন গতি পাবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সময়কালে সমবায় ক্ষেত্রের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলেও জানান শ্রী শাহ।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখেই রাজ্যকে

১৫ হাজার কোটির আর্থিক বরাদ্দ কেন্দ্রের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর এক সপ্তাহও বাকি নেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের। আর সেই পঞ্চায়েত ভোটের মুখে ফের কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দ রাজ্যকে। ১৫ হাজার কোটি টাকার ও বেশি টাকার আর্থিক বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।বিভিন্ন রাজ্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুত মন্ত্রককে তাদের গৃহীত সংস্কার ও সাফল্যের বিশদ বিবরণ জমা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুতমন্ত্রকে সুপারিশের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ২০২১ - ২২ এবং ২০২২-২৩ সালে ১২টি রাজ্য সরকারকে তাদের গৃহীত সংস্কারের অনুমোদন দিয়েছে। মূলত এই আর্থিক সহায়তা পেতে গেলে রাজ্যগুলিকে বাধ্যতামূলক কিছু সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন করতে হবে। কেন্দ্রের তরফে উল্লেখ করে দেওয়া সেই বিষয়গুলিতে সাফল্য পেয়েছে রাজ্য। মূলত কেন্দ্রীয় বিদ্যুত মন্ত্রকের তরফে এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য একাধিক শর্ত দেওয়া হয়েছিল। সেই শর্তগুলি কার্যকরী করার জন্য রাজ্য এত বিপুল সহায়তা পেয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।নবান্ন সূত্রে খবর, ১৫ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতা কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যকে।মূলত বিদ্যুত ক্ষেত্রে সংস্কারের গতি আনতেই এই আর্থিক সহযোগিতা। বিদ্যুত ক্ষেত্রে সংস্কারের গতি আনতে মোট ১২ টি রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার এই আর্থিক সহযোগিতা করছে। যার মধ্যে এ রাজ্য অর্থাত বাংলাকে সবথেকে বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

মূলত বিদ্যুত ক্ষেত্রে সংস্কারে রাজ্যগুলিকে উতসাহিত করতে এই আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল, বিদ্যুত ক্ষেত্রে দক্ষতা-উতকর্ষ বাড়াতে রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনে উতসাহ ও সহায়তা দেওয়া। ২০২১ ২২ সালের সাধারণ বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর আওতায় রাজ্যগুলিকে ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ এই চার বছরের জন্য তাদের মোট অভ্যন্তরীন উতপাদনের ০.৫% পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে। বিদ্যুতেক্ষত্রে এই সুনির্দিষ্ট সংস্কারের রূপায়ন হলে এই অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে। কেন্দ্রের তরফে এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছিল।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ১৮১ সংখ্যা ০২ জুলাই, ২০২৩ রবিবার ১৬ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নতুন দিল্লিতে ১৭তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উপলক্ষে আজ নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে ১৭তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসে ভাষণ দিয়েছেন। এই কংগ্রেসের মূল বিষয় ভাবনা হল 'অমৃতকাল : এক প্রাণবন্ত ভারতের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি'। শ্রী মোদী সমবায় বিপণনের জন্য ই-বাণিজ্য ওয়েবসাইট-এর ই-পোর্টাল-এর সূচনা এবং সমবায় সম্প্রসারণ ও উপদেষ্টা পরিষেবা পোর্টাল চালু করেছেন। অনুষ্ঠানের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সকলকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে দেশ একটি 'বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'সবকা প্রয়াস'-এর প্রয়োজনের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুগ্ধ সমবায়ের অবদান এবং ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ চিনি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায় দেশের অনেক অংশে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করেছে। শ্রী মোদী বলেন, সরকার একটি বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি জানান, এই প্রথম সমবায় ক্ষেত্রের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে। এমনকি সমবায় ক্ষেত্রের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলস্বরূপ সমবায়গুলি কর্পোরেট ক্ষেত্রের মতো একই সারিতে উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী সমবায় ক্ষেত্রগুলিকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে করের হার কমানো হয়েছে। এমনকি সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি নতুন শাখাও খোলা হয়েছে। দোরগোড়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও পৌঁছে যাচ্ছে। এরসঙ্গে যুক্ত থাকা বিপুল সংখ্যক কৃষকদের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী গত ৯ বছরে কৃষক কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আগে কৃষকদের সহায়তার পরিবর্তে মধ্যস্থভোগীদের মাধ্যমে কৃষকদের আয় হ্রাস করা হয়েছে। এখন কোটি কোটি কৃষক সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিষাণ সম্মান নিধি পাচ্ছেন। গত ৪ বছরে এই প্রকল্পে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে ৫ বছরের মোট কৃষি বাজেটের ৩ গুণেরও বেশি ব্যয় হয়েছে শুধুমাত্র এই প্রকল্পে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপি সারের ক্রমবর্ধমান দামের বোঝা কৃষকদের যাতে না বইতে হয় তা নিশ্চিত করা উপায়গুলির কথাও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, এ দেশের একজন কৃষক আজ এক ব্যাগ ইউরিয়া কেনে মাত্র ২৭০ টাকায়, সেখানে বাংলাদেশের একজন কৃষক এক ব্যাগ ইউরিয়া কেনে ৭২০ টাকায়। পাকিস্তানে তার দাম ৮০০ টাকা। চীনে ২১০০ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০০০ টাকা। কৃষকদের জীবন পরিবর্তনে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ৯ বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়েছে শুধুমাত্র সার ক্ষেত্রে ভর্তুকিতে।

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, বর্ধিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যতে কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য কেনা হয়েছে। গত ৯ বছরে কৃষকদের কাছে ১৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কৃষক প্রতি বছর যাতে ৫০,০০০ টাকা করে পান তা সরকার সুনিশ্চিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অমৃতকালের সময় গ্রাম ও কৃষকদের উন্নতিতে সমবায় ক্ষেত্র বড় ভূমিকা নিতে পারে। সরকার ও সমবায় একত্রে বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে দ্বিগুণ শক্তি যোগাবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের মাধ্যমে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা এসেছে এবং সুবিধাভোগীদের উপকার নিশ্চিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ দরিদ্ররা বিশ্বাস করে যে উচ্চস্তরে দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণ দূর হয়েছে। সমবায়ের ওপর জোর দিয়ে আমাদের কৃষক ও গবাদি পশুপালকারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। সমবায় ক্ষেত্রকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত করা অপরিহার্য। এরজন্য ডিজিটাল পদ্ধতির বিষয়ে প্রচার চালাতে হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান। প্রাথমিক স্তরে প্রধান সমবায় সমিতিগুলি অথবা প্যাকস (পিএসিএস) স্বচ্ছতার জন্য একটি মডেল হয়ে উঠবে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান ৬০,০০০ হাজারেরও বেশি প্যাকস-এ কম্পিউটারাইজেশন হচ্ছে। কোর ব্যাঙ্কিং এবং সমবায় সমিতিগুলির মধ্যেও ডিজিটাল লেনদেনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

ক্রমবর্ধমান রেকর্ড রপ্তানীর কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে সমবায়গুলির অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সমবায়গুলির করের বোঝা কমানো হয়েছে। রপ্তানী বৃদ্ধিতে দুগ্ধ ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, গ্রামীণ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর সংকল্প নিতে হবে। শ্রী অন্ন (বাজরা)-র প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে শ্রী অন্ন পরিবেশিত হয়েছিল। ভারতের শ্রী অন্নকে বিশ্বের বাজারে তুলে ধরার জন্য সমবায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। আখ চাষীদের সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। কৃষকদের বকেয়া পরিশোধের জন্য চিনি কলগুলিকে ২০,০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, পেট্রলে ইথানল মিশ্রনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ৯ বছরে চিনি কলগুলি থেকে ৭০,০০০ কোটি টাকার ইথানল কেনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি শুধুমাত্র গম ও চালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারত ভোজ্য তেল, ডাল, মাছের খাবার, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ইত্যাদি আমদানিতে ২ থেকে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। এক্ষেত্রে সমবায়গুলিকে ভোজ্য তেল উৎপাদনে দেশকে আত্মনির্ভর করে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বলেন, সরকার মিশন মোডে কাজ করে চলেছে। সমবায় সমিতিগুলিকে কৃষকদের বৃক্ষরোপণ প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম কেনার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের পরিষেবা এবং তথ্য সরবরাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার কথা উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, মৎস্য ক্ষেত্রে ২৫,০০০-এর বেশি সমবায় সমিতি কাজ করে। বিগত ৯ বছরে দেশে মৎস্য চাষ দ্বিগুণ হয়েছে। এই অভিযানে সমবায় ক্ষেত্রের অবদানের ওপর জোর দেন শ্রী মোদী। সরকার সারা দেশে ২ লক্ষ নতুন বহুমুখী সমিতি তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায়ের ক্ষমতা গ্রাম ও পঞ্চায়েত স্তরে পৌঁছে যাবে। বিগত কয়েক বছরে এফপিও-তে নজর দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। ১০,০০০ নতুন এফপিও তৈরির কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৫,০০০ এফপিও তৈরি হয়েছে বলে জানান শ্রী মোদী। এই এফপিওগুলি ছোট কৃষকদের শক্তি যোগাবে। মধু উৎপাদন, জৈব খাবার, সৌর প্যানেল এবং মাটির পরীক্ষার মতো ক্ষেত্রে কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপের কথা প্রধানমন্ত্রী জানান। এইসব ক্ষেত্রে সমবায়ের সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন তিনি। রাসায়নিক মুক্ত চাষের ক্ষেত্রে পিএম-প্রণাম প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এক্ষেত্রেও সমবায়ের সাহায্যের প্রয়োজন বলেও জানান তিনি। কৃষি কাজে রাসায়নিক ব্যবহার না করার জন্য প্রতি জেলায় ৫টি করে গ্রাম সমবায়গুলিকে দত্তক নিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী গোবর্ধন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। এই প্রকল্পে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য সারা দেশে কাজ করা হয়। গোবর এবং বর্জ্যকে বিদ্যুৎ ও জৈব সারে পরিণত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ পর্যন্ত দেশে ৫০টিরও বেশি বায়ো গ্যাস প্লান্ট তৈরি হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলিকে এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী দুগ্ধ ও পশুপালন ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করে জানান, বিপুল সংখ্যক গবাদি পশুপালনকারী সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গবাদি পশুর পা ও মুখের রোগের কারণে এই পশুপালনকারীরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এতে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথমবার সারা দেশে ২৪ কোটি প্রাণীকে টিকা দেওয়ার জন্য বিনামূল্যে টিকাদান অভিযান শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী অমৃত সরোবর, জল সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের ওপরও জোর দেন। তিনি বলেন, আমরা যে শস্য উৎপাদন করি তার ৫০ শতাংশেরও কম মজুত করে রাখতে পারি। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বের বৃহত্তম শস্য মজুত প্রকল্প নিয়ে এসেছে। কৃষি পরিকাঠামোর জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং বিগত ৩ বছরে তাতে ৪০ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ভাষণের শেষে প্রধানমন্ত্রী সমবায়গুলিকে নতুন ভারতে দেশের অর্থনৈতিক উৎসের একটি শক্তিশালা মাধ্যম হয়ে উঠবে বলে জানান। সমবায় মডেল অনুসরণ করে আত্মনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি। সমবায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার উন্নতির পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমবায়কে রাজনীতির পরিবর্তে সামাজিক ও জাতীয় নীতির বাহক হতে হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ, সমবায় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি এল ভার্মা, এশিয়া প্যাসিফিক-এর আন্তর্জাতিক সমবায় জোটের চেয়ারম্যান, ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, পয়লা থেকে দোসরা জুলাই পর্যন্ত এই ১৭তম ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়েছে। এই কংগ্রেসে সমবায় আন্দোলন, সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে ওঠার নানান দিক, ভারতের সমবায় আন্দোলন বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতের নীতি- দিক নির্দেশনা নিয়ে দু দিন ধরে আলোচনা চলবে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনিদেবের ক্রোধের ফলে মানুষকে একদম নিস্তেজ করে দেয়, শনিদেবের নিজের ভাইয়ের উপর পড়েছিল।শনি দেব শক্তি প্রাপ্ত হবার পর শনি দেব তাঁর ভাইদের রাজ্য ছিনয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হলেন । তখন অন্যান্য ভাইরা সবাই পিতা সূর্য দেবের স্মরণাপন্ন হলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আমার দেখা মহাশ্বেতা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

আজ লেখার শুরুতে এ কথাগুলো না বলে গেলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।প্রতিটি মানুষ যত বড় হয়েছে তার পিছনের ইতিহাস ততটাই অপমানিত ,লাঞ্ছনা, গঞ্জনা । আর এর হাত থেকে রেহাই পায়নি তৎকালীন যুগের মনীষী ও সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা।আর সেই কারণে আমার মত একটা ছাপোষা লেখক এই সমাজের বুকে সবচেয়ে বেশী অপমানিত, অত্যাচারিত ,অবহেলিত ও লাঞ্ছনার শিকার। রাজনৈতিক নেতারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলায় দিয়ে জেল খাটিয়েছিল আমাকে। আমার কলম কে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল, সে চেষ্টা সফল হয়নি রাজনৈতিক নেতাদের। কোনো কিছুতেই আমি পিছপা হইনি ,ভয়ও পাইনি ,আছো লিখে চলেছি। সেই থেকে অপমানিত, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার-অবিচার একইভাবে সইছি। সবকিছু যেন আজও আমাকে পিছু তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত অত্যাচার, অবিচার আর অপমান অব্যাহত। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তেমন কিছু নেই।আর যাইহোক এসব নিয়ে লেখার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই,আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু মহাশ্বেতা দেবী কে নিয়ে। লেখাটি শুরুর আগে আমার বারবার স্মৃতিচারণ হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবীর সন্ধিক্ষণে আসার কথা গুলো ।সালটি ছিল ২০০৮ সেই সময় আমার লেখালেখি কারণে রাজনৈতিকভাবে আমার সপরিবারের উপরে অত্যাচার অবিচার এবং আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ।এই অত্যাচারের কথা বিভিন্ন ছোট-বড় পত্রপত্রিকায় সেসময় প্রকাশ হয়েছিল।আদিবাসী সংবাদ নামে একটি পত্রিকায় আমার অত্যাচারের খবর প্রকাশ হওয়ার পরে, মহেশ্বতা দেবীর নিজে থেকেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। শুধু মহেশ্বতা দেবী নন তৎকালীন পুলিশ সুপার অজয় রানাডে সাহেব আমাকে একই রকম ভাবে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।আমি যতদিন জীবিত থাকব এদের কথা কোনদিন ভুলিতে পারবোনা। তবে আমি আরেকটি মানুষের সন্ধিক্ষণে এসেছেন তিনি হচ্ছেন লিপি পত্রিকার বার্তা সম্পাদক দেবাংশু চক্রবর্তী। তিনি যেভাবে আমার দুঃখ-দুর্দশার পাশে অর্থনৈতিক সাহায্য করেছেন এ কথাটি না লিখে থাকতে পারলাম না এই লেখাতেই। শুরুতে বলেছি এসব নিয়ে আমার লেখার বিষয়বস্তু নয়। আজ সারা বিশ্বের ইতিহাসে মহান তিনি, তিনি হচ্ছেন মহাশ্বেতা দেবী।দেবীর বাড়ীতে থাকার সুযোগ, এই হতভাগ্য লেখোকের হয়েছিল। মহেশ্বরা দেবীর সন্ধিক্ষণে এসেছে, যতোটুকু তার সম্পর্কে আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম ও তার নিয়ে পড়াশোনা করে যে সব তথ্য আমি জানতে পেরেছিলাম আজ তার পরিবেশন করছি। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে আলোচিত নাম মহাশ্বেতা দেবী। 'নাম'-ই বা কেন, একটি প্রতিষ্ঠান-সমাজসেবা ও সাহিত্যকর্মের যুগল মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন যেন তিনি। যা বাংলা সাহিত্যে অনন্য, ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ, বিশ্বসাহিত্যেও সুলভ নয় বলেই অনেক সমালোচক মনে করে থাকেন। বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের বহুমাত্রিকতা ও দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন মহাশ্বেতা দেবী।তবে তার জন্মের ইতিহাস যতোটুকু আমি জেনেছি ১৯২৬ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁদের আদি বাসস্থান, আদি পিতৃভূমি। যদিও যমুনার করাল গ্রাসে পাবনার বেড়া উপজেলার (তৎকালীন মথুরা থানা) ভারেঙ্গার সেই গ্রাম আজ কেবলি স্মৃতি, অতীত ইতিহাস। আজীবন সংগ্রামী সর্বজনশ্রদ্ধেয়া এই লেখিকা তথা সমাজকর্মী ৯০ বছর বয়সে ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই আমাদের মাঝ থেকে অজানালোকে চলে গেছেন। রেখে গেছেন অমর সৃষ্টি, মানবসেবার মহতী স্মৃতিচিহ্ন। উনি আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে, বহুকষ্ট বেদনায় লুকিয়ে রেখেছি আমার হৃদয়ে। আমার দুঃখ দুর্দশা জানান মতন তো আর কেউ নেই,তবে আমার স ব দুঃখ-দুর্দশার আজ নিরসন ঘটিয়েছে দেবাংশু চক্রবর্তী। যাক এসব দুঃখ-কষ্টের কথা, ফিরে আসি মহেশ্বতা দেবীর জীবনের ইতিহাসের কথাতে। মহাশ্বেতার মানসে তাঁর সমগ্র পিতৃ ও মাতৃকুলের পরিবারের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য-চর্চা নিবিড়ভাবে কার্যকর ছিল। তাঁর পিতামহ সুরেশচন্দ্র ঘটক ইংরেজি ও ইতিহাস বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডবল এমএ পাশ করেন। পরে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে এসডিও হন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল পাবনা জেলার পুরনো ভারেঙ্গায়। পিতামহী ইন্দুবালা দেবীও ছিলেন সে-সময়ের শিক্ষিত এবং প্রবল সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। এ দম্পতির পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা - মণীশ, সুধীশ, তপতী, সম্প্রীতি, ব্রততী, আশীষ, লোকেশ, ঋত্বিক ও প্রতীতি। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। মণীশ ঘটক কবি ও কথাসাহিত্যিক। সুধীশ ঘটক লন্ডনে সিনেমাটোগ্রাফি শিখে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করেন এবং ক্যামেরাম্যান হিসেবেও খ্যাতি পান। আশীষ ঘটকের পরিচিতি ঘটে সংগীত-অনুরাগী রূপে। লোকেশ ঘটক নাবিক ও ভ্রমণপিপাসু - সেইসঙ্গে প্রবন্ধকার ও অনুবাদক হিসেবেও পরিচিত। ঋত্বিক ঘটক গল্পকার হলেও অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র-নির্মাতা হিসেবেই সমগ্র বাংলায় খ্যাত। মেয়েরা সকলেই সংগীত-সাহিত্য অনুরাগী। অর্থ-বিত্ত নয়, মেধা-মননের মাপকাঠিতে এ-দুই পরিবার ধনী ছিল নিঃসন্দেহে। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণাতেও এ-দুই পরিবারের সাহিত্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। দুই পরিবারেই দেশ-বিদেশের বই পঠিত ও আলোচিত হতো। তবে মহেশ্বতা দেবি ছোটবেলার কাহিনী আজকের যুগের অত্যান্ত বিরলতম। তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় ফিরতে হয় অসুস্থ মা ও ছোট পাঁচ ভাইবোনের দেখাশোনা করার জন্য। মাত্র তেরো বছর বয়সে গৃহকর্ত্রীর কঠোর দায়িত্ব তিনি পালন করা শুরু করেন সুচারুভাবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও সাহিত্য পাঠ থাকে অব্যাহত। ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর তিনি বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস এইটে ভর্তি হন। এ-সময়ে বন্ধুসম সমবয়সী কাকা ঋত্বিক ঘটকের সান্নিধ্যে তিনি ইংরেজি সাহিত্য পাঠে মনোযোগী হন। দেশ-কালের অস্থিরতা ও বিশ্বসাহিত্যের সংযোগে তাঁর লেখকজীবনের প্রস্তুতিপর্ব ধরে নেওয়া যায় সে-সময়কে। এ-সময়ই তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৪০-এ রংমশাল পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' সম্পর্কে লিখেছিলেন তিনি এবং এটি ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা।তবে একদিন তিনি খাবার টেবিলে বসে আমাকে উৎসাহিত করার জন্য তার ছোটবেলার গল্প শুনিয়েছিলেন। ছোটবেলাতেই লেখাপড়ার জন্য তাঁর কলকাতা চলে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি ঢাকাতে কোনদিন লেখাপড়া করিনি। কারণ বাবার বদলির চাকুরি।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

এবার শাহরুখ খানের ছবিতে মেয়ে সোহানা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শাহরুখকন্যা সোহানা খান বাবার মতই বলিউডে কাজ করতে চান। 'দ্য আর্চিজ' দিয়ে বলিউড অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন তিনি। প্রথম ছবি মুক্তির আগেই এবার দ্বিতীয় ছবির খবর এলো। এবার বাবা শাহরুখ খানের প্রযোজনা সংস্থা রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্টের ছবিতে দেখা যাবে সুহানাকে।

ভারতের বিনোদন ভিত্তিক পোর্টাল পিংকভিলার খবর, শাহরুখের প্রযোজিত সুহানার দ্বিতীয় ছবিটিতে ওটিটিতে নয়, মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে। নাম ঠিক না হওয়া ছবিটি পরিচালনা করবেন 'পাঠান' পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।

বর্তমানে সিনেমাটির অভিনয়শিল্পী নির্বাচনের কাজ চলছে। চলতি বছরের শেষের দিকে সিনেমাটির শুটিং শুরুর পরিকল্পনা করেছেন নির্মাতা। নিজের প্রযোজনা সংস্থা থেকে মেয়ের প্রথম ছবির সবকিছুই নিজেই দেখভাল করতে চান শাহরুখ। ছবিটিতে সুহানা ছাড়া আর কোন তারকাকে দেখা যাবে, তা জানানো হয়নি। ছবিটি নিয়ে প্রযোজনা সংস্থাটির আনুষ্ঠানিক বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

এদিকে 'দ্য আর্চিজ' দিয়ে কেবল সুহানা নন, বলিউডে অভিষেক হতে যাচ্ছে একঝাঁক তারকাসন্তানের। তাদের মধ্যে আছেন অমিতাভ বচ্চনের নাতি আগস্টা নন্দা, শ্রীদেবী-বনি কাপুরের কন্যা খুশি কাপুর। এদিকে ছবি মুক্তির আগে সুহানা ও আগস্টা নন্দার প্রেমের গুজব রটেছে। তবে এ বিষয়ে তাঁরা কেউই মুখ খোলেননি।

মুম্বাইয়ের ধীরুভাই আম্বানী ইনস্টিটিউশন থেকে পড়াশোনা শেষ করে ব্রিটেনের আরডিংলে কলেজে পড়াশোনা করেন সুহানা। তারপর পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে। সেখানকার নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ফিল্ম স্টাডিজ বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন সুহানা খান।

নতুন পরিচয়ে নোরা ফাতেহি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এতদিন নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার ও অভিনেত্রী হিসেবে আলোচনায় ছিলেন নোরা ফাতেহি। এবার নতুন আরও দুটি পরিচয় যুক্ত হলো এ বলিউড তারকার। নিজের গাওয়া গানের ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরলেন নোরা। একই সঙ্গে প্রযোজকের খাতায়ও নাম লিখিয়েছেন। যদিও এর আগে ফিফা বিশ্বকাপ মঞ্চে 'লাইট দ্য স্কাই' গানে তাঁকে গলা মেলাতে দেখা গেছে, তবে সেটি তাঁর কণ্ঠশিল্পী পরিচয় তুলে ধরে না। কিন্তু নিজেই গেয়েছেন 'সেক্সি ইন মাই ড্রেস' শিরোনামের একক গান। এবং এই গানের মিউজিক ভিডিও প্রযোজনাও করেছেন তিনি।

এর মধ্য দিয়ে কণ্ঠশিল্পী ও প্রযোজক দুই পরিচয়ে নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরা। নোরার গানের ভিডিওটি পরিচালনা করেছেন মরক্কোর পরিচালক আবদেররাফিয়া এল আবদিউই এবং কোরিওগ্রাফি করেছেন ভারতের রাজিত দেব।

গানের টিজার প্রকাশের পর থেকেই আলোচনায় ছিলেন নোরা। এখন দেখার অপেক্ষা গান প্রকাশের পর দর্শক-শ্রোতার কী প্রতিক্রিয়া হয়। এ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে নোরা বলেছেন, 'সেক্সি ইন মাই ড্রেস' গানটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে গায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের বিষয়টি দারুণ লাগছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক ট্র্যাক, যেখানে আমাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারবেন সবাই; যা শ্রোতার হৃদয় আন্দোলিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

আমি বাঙালি আর মারাঠির মিশ্রণ: কাজল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কাজল।বলিউড অভিনেত্রী।খুব বিশেষ দরকার বা প্রসঙ্গ ছাড়া সংবাদমাধ্যমকে তেমন পাত্তাই দিতে চান না। নিজের মেজাজে চলেন। ২৮ বছরের লম্বা অভিনয়ের জীবনে এসবের ব্যতিক্রম খুব একটা কখনও ঘটেনি। আর দুই মাসের মধ্যেই তিনি ৪৮ পেরিয়ে ৪৯-এ পা দেবেন। এরই মধ্যে ওটিটি মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। ২৯ জুন 'লাস্ট স্টোরিজ ২' আর ১৪ জুলাই 'দ্য ট্রায়াল'।এ দুটি কাজই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। 'লাস্ট স্টোরিজ ২'-এর সম্প্রচার শুরুর আগে মুম্বাইয়ে সমকালের মুখোমুখি হলেন তিনি।

ওটিটির প্রস্তুতি নিতে তিন বছর লেগে গেল?

আমেরিকান টেলিভিশন চ্যানেলের কোনো সিরিয়ালকে ভারতীয় টেলিভিশনের দর্শকের উপযুক্ত করে তৈরি করতে অনেক পরিবর্তন, ঘষামাজার দরকার হয়। মুখ্য চরিত্রগুলোকে নতুন করে গড়তে হয়। এসবের জন্য সময় লেগে গেছে।

'দ্য ট্রায়াল' বা 'লাস্ট স্টোরিজ'-এর মতো শর্টফিল্মের সংকলনই হোক, কীভাবে নির্বাচিত করলেন এ দুটি জায়গায় নিজেকে?

দ্য ট্রায়ালের মতো এত বহুমাত্রিক স্তরের, পরিণত বয়সের চরিত্র আমাকে প্রাথমিকভাবে আকৃষ্ট করেছে। আইনজীবী পেশায় থেকে এক বিবাহিত নারী ১৩ বছর পর পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে নিজের লড়াই নিজেই করার জন্য সেই পেশাতেই ফিরে আসছে আবার। অভিনয় জীবনের এ রকম একটা সময়ে এসে এ ধরনের চরিত্র আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আর মাধ্যম হিসেবে ওটিটি এখন খুবই জনপ্রিয়। একটা সময় টেলিভিশন এসেছিল, তেমনই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এই মুহূর্তে ওটিটি সাধারণ দর্শকদের খুবই আকর্ষণীয় মাধ্যম। সুতরাং এই নতুন প্ল্যাটফর্মে, নতুন আঙ্গিকে, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের মধ্যে একটা অন্য রকম অনুভূতি আছে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে গিয়ে আরও ভালো করে বুঝেছি।

'লাস্ট স্টোরিজ'-এর মতো সংবেদনশীল ওয়েব ফিল্মে নিজস্ব প্রযোজনা বলেই কি কাজ করলেন...

নিজস্ব প্রযোজনা বলে নয়। একজন অভিনেত্রীর কাছে একটি চরিত্র সব দিক থেকে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে তবেই অভিনয় করে।আমারও তাই হয়েছে। 'লাস্ট স্টোরিজ'-এর মতো এ রকম আবেগপ্রবণ, রহস্যময়ী, ছায়ায় ঘেরা চরিত্র সত্য কথা বলতে আগে আমি করিনি। সেদিনই একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম, এই স্বল্পদৈর্ঘ্যে অভিনয়ের সময় ক্যামেরার সামনে নানা ধরনের রসিকতা করতে হতো। তা নিয়ে আমি হাসতে হাসতে শেষ! যার কারণে বকাও শুনেছি।

আপনার নাম কাজল মুখোপাধ্যায়। বাংলা জানেন আপনি?

আমি বাঙালি আর মারাঠির মিশ্রণ। বাবা বাঙালি হওয়ায় বাংলা ভাষায় বলার পরিবেশে মানুষ হয়েছি ঠিকই। বুঝতে পারি সব, কিন্তু সব বাংলা বলতে পারি না। বাবা, কাকুমণি, জেঠুমণি, মাসিমা, পিসিমা এগুলো ছোটবেলা থেকেই শিখেছি। মা মারাঠি হলেও খুব ভালো বাংলা বলতে পারেন।'ছোটবেলা থেকে দুর্গাপূজা, দুর্গাপূজার ভোগ, বিজয়া দশমী, সিঁদুর খেলা সব দেখেছি এবং এতে অংশ নিয়েছি। এখনও অংশ নিই। সুতরাং ছোটবেলা থেকে জন্মসূত্রেই বাঙালিয়ানা আমার চারপাশ ঘিরে রয়েছে।

ফের মা হচ্ছেন শুভশ্রী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি। সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন এই সুখবর। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুত্র সন্তান যুভানের জন্ম দেন তিনি। তিন বছর পর আসতে চলেছে নতুন অতিথি।

২০১৮ সালের মে মাসে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। তারপর করোনা পরিস্থিতির সময়ে প্রথমবার মা হওয়ার কথা ঘোষণা করেন শুভশ্রী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তবে তা যে এমন সুখবরের পূর্বাভাস তা অনেকেই আন্দাজ করেননি।

ছেলেকে ঘিরেই তাদের পৃথিবী, এ কথা বারবার বলে এসেছেন রাজ ও শুভশ্রী। এবার পরিবারে যোগ হতে চলেছে নতুন সদস্য। সেই ঘোষণাও নায়িকা করলেন অন্যভাবে। শুভশ্রী এবং রাজের হাত ধরে লাফাচ্ছে তাদের তিন বছরের খুদে। সেই ছবিতে শুধু দেখা যাচ্ছে তাদের হাত। যুভানের চোখে মুখে স্পষ্ট উত্তেজনা। পরনে সাদা টি-শার্ট। যেখানে লেখা 'বড় দাদা'। এমন ছবি পোস্ট করে নায়িকা লেখেন, "যুভান এ বার বড় দাদায় (ভাই) উত্তীর্ণ হল।"

এই খবর প্রকাশ্যে আসা মাত্র নায়িকার ইনস্টাগ্রাম ভরে উঠেছে শুভেচ্ছা বার্তায়। মৌনি রায় থেকে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় একে একে সবাই ভালবাসা জানিয়েছেন। মৌনি লিখেছেন, "অনেক ভালবাসা খুদের জন্য। আমি যে তার প্রিয় মাসি (খালা) হতে চলেছি, তা বলতে কোনও দ্বিধা নেই।" অভিনেত্রী শ্রাবন্তী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সৌমিতৃষা কুণ্ডু লিখেছেন, "হরে কৃষ্ণ।"

'ধর্মযুদ্ধ' ছবির শুটিংয়ের সময় নায়িকা জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি প্রথমবার মা হতে চলেছেন। তখন করোনা পরিস্থিতির জন্য সকলে উদ্বেগেও ছিলেন। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর মঞ্চে বিচারক হিসেবে দেখা যাচ্ছে নায়িকাকে। যুভানের সময় বাড়িতে থেকে অল্পস্বল্প কাজও করেছিলেন তিনি। এবারও নিজের কাজ চালিয়ে যাবেন, না কি কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নেবেন শুভশ্রী? তা এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।

গ্রুপ সেরা হয়ে

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সুপার সিক্সে শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩ এর সূচি প্রকাশিত হয়েছে ২৭ জুন। ১০ দলের বিশ্বকাপে সরাসরি অংশ নিবে আটটি দল। বাকি দুই দল আসবে বাছাইপর্ব পার করে। জিম্বাবুয়েতে চলছে ১০ দলের বাছাইপর্ব। দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলছে দলগুলো।

'বি' গ্রুপের ম্যাচে আজ মুখোমুখি হয়েছে শ্রীলঙ্কা ও স্কটল্যান্ড। জিম্বাবুয়ের হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে স্কটল্যান্ডকে ৮২ রানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এতে নিজেদের গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে সুপার সিক্সে জায়গা করে নিল লঙ্কানরা।

আগে ব্যাট করতে নেমে ৪৯.৩ ওভারে ২৪৫ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। জবাবে ২৯ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রানে থামে স্কটল্যান্ড।

টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি লঙ্কানদের। ৪৩ রানে হারায় প্রথম দুই উইকেট। স্কটিশ বোলার ক্রিস গ্রিভস ও মার্ক ওয়াটের বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের মতো ভাঙে লঙ্কানরা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দলের হাল ধরেন পাথুম নিশাঙ্কা ও চারিথ আসালাঙ্কা।

দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৫ রান করে ওয়াটের শিকার হন নিশাঙ্কা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৩ রান করা আসালাঙ্কাকেও ফেরান ওয়াট। শেষ পর্যন্ত ২৪৫ রানের সংগ্রহ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় শ্রীলঙ্কাকে।

স্কটল্যান্ডের পক্ষে গ্রিভস চারটি ও ওয়াট তিনটি উইকেট পান।

২৪৫ রানের মামুলি সংগ্রহই যেন অনেক বড় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় স্কটিশ ব্যাটারদের জন্য। বল হাতে যতটা ভালো খেলেছে তারা, ব্যাট হাতে ততটাই হতশ্রী। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা। স্কোরবোর্ডে রান ১০০ হওয়ার আগেই নেই সাত উইকেট।

নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানো স্কটল্যান্ডের পক্ষে একাই লড়েন গ্রিভস। বল হাতে ভালো করার পাশাপাশি ব্যাট হাতে অপরাজিত থাকেন ৪১ বলে ৫৬ রানে। কিন্তু, অন্যদের ব্যর্থতায় ২১ ওভার বাকি থাকতেই ১৬৩ রানে থেমে যেতে হয় স্কটল্যান্ডকে। হার মানতে হয় ৮২ রানের ব্যবধানে।

শ্রীলঙ্কার হয়ে তিন উইকেট নেন মাহিশ থিকসানা। দুই উইকেট পান ওয়ানিন্দু হাসারাঙা।

ম্যাচ হারলেও 'বি' গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হয়ে সুপার সিক্সে কোয়ালিফাই করেছে স্কটল্যান্ড।

আরও এক বছর রিয়াল মাদ্রিদেই থাকছেন মদ্রিচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদে লুকা মদ্রিচের ভবিষ্যৎ নিয়ে খানিকটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। সৌদি আরবের ক্লাব থেকে তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলেও খবর আসে সংবাদ মাধ্যমে। তবে সব জল্পনার ইতি টেনে ইউরোপের সফলতম ক্লাবটিতেই আরও এক বছর থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্রোয়াট তারকা। ৩৭ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানোর কথা সোমবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে রিয়াল। তার আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হতো আসছে ৩০ জুন। গত কয়েক দিনে এই নিয়ে চার জন খেলোয়াড় রিয়ালে চুক্তির মেয়াদ বাড়ালেন। গত সপ্তাহে মদ্রিচের মতো এক বছর মেয়াদ বাড়ান টনি ক্রুস ও নাচো ফের্নান্দেস, ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত নতুন চুক্তি করেন দানি সেবাইয়োস।

২০১২ সালে ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে রিয়ালে নাম লেখান মদ্রিচ। ক্রমেই দলটির মিডফিল্ডে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যদের একজন। মাদ্রিদের ক্লাবটিতে ১১ মৌসুমে মোট ৪৮৮ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ৫টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ৩টি লা লিগা, ৫টি ক্লাব বিশ্বকাপসহ ট্রফি জিতেছেন মোট ২৩টি। রিয়াল অধ্যায়েই তিনি জিতেছেন সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত পুরস্কার। ২০১৮ সালে জিতেছেন ব্যালন দ্য। একই বছরে দা বেস্ট ফিফা মেন্স প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড, ২০১৭-১৮ মৌসুমে উয়েফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের খেতাবও পান তিনি। ২০২২-২৩ মৌসুমে তিনি ছিলেন ফিফা ফিফপ্রো বর্ষসেরা একাদশে, ক্যারিয়ারে যা ষষ্ঠবারের মতো। জাতীয় দল ক্রোয়েশিয়ার হয়ে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে তিনি জেতেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে পান ব্রোঞ্জ বল। রাশিয়ায় ফাইনালে খেলার পর সবশেষ আসরে তারা খেলে সেমি-ফাইনালে। কদিন আগে রানার্সআপ হয় উয়েফা নেশন্স লিগে।

আহমেদাবাদেই ভারত-পাকিস্তান

হাইভোল্টেজ ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণার আগেই পাকিস্তানের দাবি ছিল, তিনটি ম্যাচের কেন্দ্র বদল করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সেই দাবি মানল না আইসিসি। বহু আলোচিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে আহমেদাবাদে, ১৫ অক্টোবর। ম্যাচটি পাকিস্তান এই শহরে খেলতে চায় না বলে খবর এসেছিল সংবাদমাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত সরানো হয়নি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যাচের ভেন্যু। হাইভোল্টেজ ম্যাচ হওয়ায় এটি আয়োজনের যথোপযুক্ত ভেন্যু মনে করা হয়েছে আহমেদাবাদকেই।

ভারত বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দাবি করেছিল, সুরক্ষার কারণে আহমদাবাদে খেলবে না তারা। চেন্নাইয়ের ঘূর্ণি উইকেটে আফগানিস্তান ও ব্যাঙ্গালুরুর ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও খেলতেও আপত্তি জানায় তারা। চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালুরুর ম্যাচ অদল-বদল করার দাবি জানায় তারা। আহমদাবাদের ম্যাচ পারলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবও দেয় পাকিস্তান। কিন্তু সেই দাবি মানা হয়নি।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান

মঙ্গলবার প্রকাশিত সূচিতে দেখা যাচ্ছে, ভারত ম্যাচ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে নির্ধারিত কেন্দ্রেই খেলতে হবে বাবর আজমদের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি পাকিস্তান খেলতে চেয়েছিল ব্যাঙ্গালুরুতে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে চেয়েছিল চেন্নাইয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের অনুরোধ উপেক্ষা করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাবর আজমদের খেলতে হবে ব্যাঙ্গালুরুতেই, আফগানিস্তানের মুখোমুখি তারা হবে চেন্নাইয়ে।

অবশ্য সেমিফাইনালে উঠলে প্রতিপক্ষ যে দলই হোক, পাকিস্তান খেলবে কলকাতায়। অন্যদিকে ভারত যদি সেমিফাইনালে ওঠে, তাহলে তাদের ম্যাচ হবে মুম্বাইয়ে। তবে ভারত যদি সেমিফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হয়, তাহলে সে ম্যাচটি হবে কলকাতায়।

ভারত গ্রুপপর্বের ৯টি ম্যাচ খেলবে ৯টি ভিন্ন ভিন্ন ভেন্যুতে। সেখানে পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে মাত্র পাঁচটি ভেন্যুতে। বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচ:

৬ অক্টোবর কোয়ালিফায়ার ১ (হায়দরাবাদ)

১২ অক্টোবর কোয়ালিফায়ার ২ (হায়দরাবাদ)

১৫ অক্টোবর ভারত (আহমেদাবাদ)

২০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া (ব্যাঙ্গালুরু)

২২ অক্টোবর আফগানিস্তান (চেন্নাই)

২৭ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকা (চেন্নাই)

৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ (কলকাতা)

৪ নভেম্বর নিউজিল্যান্ড (ব্যাঙ্গালুরু)

১২ নভেম্বর ইংল্যান্ড (কলকাতা)

বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ:

৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া (চেন্নাই)

১১ অক্টোবর আফগানিস্তান (দিল্লি)

১৫ অক্টোবর পাকিস্তান (আহমেদাবাদ)

১৯ অক্টোবর বাংলাদেশ (পুনে)

২২ অক্টোবর নিউ জিল্যান্ড (ধর্মশালা)

২৯ অক্টোবর ইংল্যান্ড (লখনৌ)

০২ নভেম্বর কোয়ালিফায়ার ২(মুম্বাই)

০৫ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকা (কলকাতা)

১১ নভেম্বর কোয়ালিফায়ার ১(ব্যাঙ্গালুরু)।

মানা হয়নি তিনটি দাবির একটিও,

বিশ্বকাপে অংশ নেবে কি পাকিস্তান?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একদিনের বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তিনটি দাবি জানিয়েছিল, সেগুলোর কোনওটিই রাখা হয়নি। তাহলে কি একদিনের বিশ্বকাপ খেলবেন বাবর আজমরা? পিসিবি কর্তারা নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না। তারা তাকিয়ে আছেন সে দেশের সরকারের দিকে।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নির্ভর করছে শাহবাজ শরিফের সরকারের সিদ্ধান্তের উপর। পিসিবির এক মুখপাত্র বলেছেন, "ভারত সফরের জন্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন আমাদের। ভারতের কোথায় কোথায় আমরা যেতে পারি সেই সিদ্ধান্তও সরকার নেবে।"

পাকিস্তান সরকারের অনুমতি এবং পরামর্শ ছাড়া বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারবেন না বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "সপ্তাহ দুয়েক আগে আইসিসি সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ করেছিল। আমাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই সময়ের সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি।"

বাবরদের একদিনের বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে পাকিস্তান সরকারের তিনটি মন্ত্রণালয়ের উপর। সেগুলো হল- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। কোনও দেশে ক্রীড়াবিদদের পাঠানো কতটা নিরাপদ, তা প্রথমে খতিয়ে দেখে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বাবরদের একদিনের বিশ্বকাপ খেলা এখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন।

গত বৃহস্পতিবার পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি ওঠে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ বলেছিলেন, "আমাদের অবস্থান খুবই পরিষ্কার। শুধু ক্রিকেট নয়, কোনও খেলার সঙ্গেই আমরা রাজনীতি যুক্ত করার বিরোধী। পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে ভারতের না আসার সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। একদিনের বিশ্বকাপে আমাদের দলের অংশগ্রহণ নিয়ে মন্তব্য করা এখনই সম্ভব নয়। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি আমরা এখন খতিয়ে দেখছি। সংশ্লিষ্ট সব কিছু বিবেচনা করে পিসিবিকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।"

পিসিবি কর্তারা জানিয়েছিলেন, চূড়ান্ত সূচি না দেখে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। স্বভাবতই বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে ইসলামাবাদের সবুজ সঙ্কেত এখনও নেই পিসিবির কাছে। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা- সব কিছুই পর্যালোচনা করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।"

আইসিসির কাছে পিসিবি দাবি করেছিল, সুরক্ষার কারণে আহমেদাবাদে বাবরদের খেলা না দেওয়ার। চেন্নাইয়ের ঘূর্ণি উইকেটে আফগানিস্তান ও বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতেও আপত্তি জানায় তারা। চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুর ম্যাচ অদল-বদল করার দাবি করেছিল পিসিবি। আহমেদাবাদের ম্যাচ পারলে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবও দেয় পাকিস্তান। কিন্তু তাদের কোনও দাবিই মানা হয়নি।

এই অবস্থায় একদিনের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ এখনও নিশ্চিত নয়। পিসিবি তাকিয়ে রয়েছে শাহবাজ সরকারের সিদ্ধান্তের দিকে। বিশ্বকাপের খেলাগুলো হবে ভারতের ১০টি শহরে। ৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করবে ১০টি দেশ।

ভারত দ্রুতই

বৈশ্বিক শিরোপা জিতবে, বলছেন ক্লাইভ লয়েড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের যে কোনো বৈশ্বিক আসর শুরু হওয়ার আগে ভারতকে ফেভারিটের তালিকায় ওপরের দিকেই রাখা হয়। ভারতীয় দলটাও সবসময় শিরোপা জয়ের জন্যই লড়ে। নিজেদের গড়েও তোলে সেভাবে। তবু, ২০১৩ সালের পর আইসিসির কোনো ইভেন্টে শিরোপা নেই ভারতের।

এবার সুযোগ আছে তাদের সামনে। আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারতের মাটিতেই। এবার সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে কি না সেটা দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেট দুনিয়া। তবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার ক্লাইভ লয়েড মনে করছেন, দ্রুতই বৈশ্বিক শিরোপা জিতবে ভারত।

ভারতীয় ওয়েবসাইট রেভস্পোর্টজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যারিবীয় কিংবদন্তি বলেছেন, 'আপনারা(ভারত) তো শিরোপার কাছাকাছি পৌঁছেই যাচ্ছেন। নিয়মিত সেমিফাইনাল ও ফাইনালে খেলছেন। বেশ কয়েকটি ফাইনালে পা রেখেছেন। আমার মনে হয়, ভারতের ভবিষ্যৎ এখন ভালো। কারণ, এখন আইপিএল আছে তাদের।'

ক্লাইভ লয়েড এরপর বলেন, 'তাছাড়া ৫০ ওভারের ক্রিকেটে আপনারা ভালো দল, এটা বিশ্বাস করার সব কারণই আছে। আপনাদের টেস্ট দল দুর্দান্ত। বড় টুর্নামেন্টে শিরোপাও আপনাদের জন্য স্রেফ সময়ের ব্যাপার। দুনিয়াতে সবকিছুই একটি চক্র মেনে চলে এবং আমি নিশ্চিত, সামনেও এভাবেই চলবে।'

আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতকে ফেভারিট মানছেন ক্রিকেট বোদ্ধারা। তার ওপর ঘরের মাঠ। সব সুবিধা কাজে লাগিয়ে এবার বৈশ্বিক শিরোপা ঘরে তুলতে পারে কি না সেটা সময় বলে দেবে!

মেসির দেওয়া উপহার

কেন বিক্রি করলেন নেইমার?

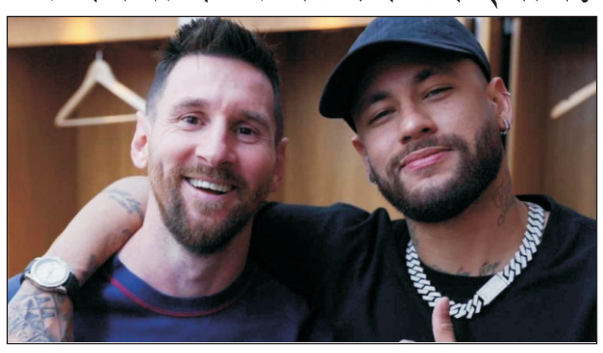

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেসি-নেইমারের বন্ধুত্বের গল্প পুরো বিশ্বই জানে। দুই তারকা সাবেক ক্লাব বার্সেলোনায় এক সঙ্গে চার বছর কাটিয়েছেন। সেখানে দুজনের মাঝে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। এরপর পিএসজিতে সময়ের সাথে তাদের সেই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়। তবে সেই নেইমারই নাকি মেসির দেওয়া উপহার বিক্রি করেছেন, কিন্তু কেন?

ফরাসি সংবাদমাধ্যম লা প্যারিসিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিএসজিতে খেলা নিজের শেষ ম্যাচের আগে ক্লাব সভাপতি নাসের আল খেলাইফি মেসি ও সার্জিও রামোসকে বিশেষ স্মারক উপহার দেন। মেসি পিএসজিতে ৩০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন। এই জার্সি নম্বরকে সোনালি রঙে ভাস্কর্য বানিয়ে মেসির হাতে তুলে দেন ফরাসি ক্লাবটির সভাপতি। রামোসও একই রকম উপহার পান নাসের আল খেলাইফির কাছ থেকে। পিএসজি ছাড়ার আগে ক্লাবটিতে ৪ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন।

যদিও মেসি পিএসজি সভাপতির সে উপহার নিজের কাছে রাখেননি। সতীর্থ নেইমারের হাতে উপহারটি তুলে দেন। ব্রাজিলিয়ান তারকা সেই উপহার দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ব্রাজিলে নেইমারের নিজের নামে ফাউন্ডেশন আছে। সেই ফাউন্ডেশনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাহায্য করেন। মেসির দেওয়া সেই উপহার এ জন্যই নিলামে তোলেন নেইমার।

নেইমারের এমন চেষ্টা অবশ্য বৃথা যায়নি। বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয় স্মারকটি। ১ লাখ ৫৮ হাজার ইউরোয় (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা) এই ভাস্কর্য কিনে নেন ব্রাজিলের সংবাদকর্মী, ইউটিউবার ও স্ট্রিমার কাসিমিরো।

যে ১২ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে

বিশ্বকাপের ম্যাচ

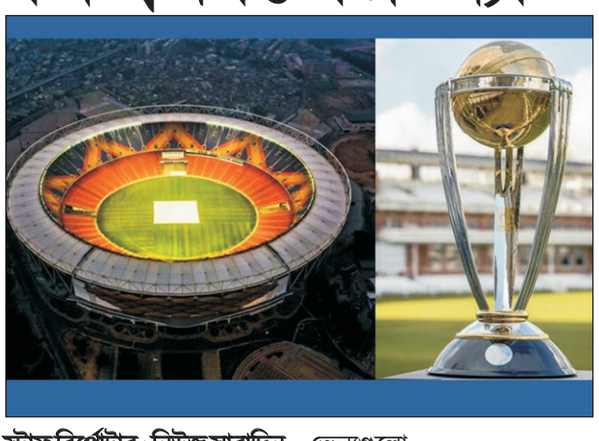

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ অক্টোবর শুরু হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১০টি দল। ভারতের ১২টি শহরের ১২টি ভেন্যুতে ৪৬ দিনে বিশ্বকাপের মোট ৪৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভেন্যুগুলো

বিশ্বকাপের ভেন্যুর তালিকায় ১২টি শহরের ১২টি স্টেডিয়ামকে রাখা হয়েছে। ভেন্যুগুলো হল- আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি, ধর্মশালা, গৌহাটি, হায়দারাবাদ, কলকাতা, লখনউ, ইন্দোর, রাজকোট ও মুম্বাই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR